ভিডিও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন বয়ে আনে

ইমপ্যাক্ট স্টাডি

৬

ভূমিকা

এই স্টাডিতে দেখা যায়, ভিডিও শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতেই কৃষকদের জাগরণীমূলক উৎসাহ দেয় না; এগুলো কৃষক এবং এনজিওসমূহের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনও বয়ে আনে।

ধান সিদ্ধ করার পাত্র থেকে বের করে আনা তাজা ধান।
একটি ভিডিও নারীদের দল গঠন করতে এবং কৃষি-উপকরণ সরবরাহকারীদের সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

প্রথম স্টাডি : নারী-দল গঠন

গবেষকগণ মধ্য বেনিনের ১৬০ জন নারীর সাক্ষাৎকার নেয়। ধান সিদ্ধ করার ওপর 'কৃষক থেকে কৃষক' ভিডিও দেখার পর নারীরা আগের চেয়ে ধান সিদ্ধ করার প্রতি আরও বেশি উৎসাহী। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমবারের মতো ধান সিদ্ধ করার কাজ হাতে নেয়। অন্যেরা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ধান সিদ্ধ করার কাজ করে এবং তারা বেশ উদ্যমী ছিল। ৮০ ভাগ নারী পরবর্তীসময়ে আঞ্চলিক এনজিও'র সহায়তায় ধান সিদ্ধ করার কাজের জন্য দল গঠন করে এবং যে-নারীরা ভিডিও দেখেনি তাদের অর্ধেক অংশ দল গঠন করে। এইসব দল দুই বছর পরেও সক্রিয় আছে।

আঞ্চলিক এনজিওগুলোর মনোভাব ও ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। ভিডিও দেখার পর গ্রামবাসীদের আন্তরিক সাড়া দেখে এনজিওগুলো গ্রামের মধ্যে বেশি পরিমাণে চিত্রাঙ্কন, ছবি ও ভিডিও প্রদর্শনী শুরু করে। যেহেতু গ্রামের নারীরা আগের তুলনায় আরও বেশি পরিমাণে এবং উচ্চমানের ধান সিদ্ধ করার কাজ শুরু করে, সেহেতু এনজিওগুলো নারীদের ঋণ এবং সিদ্ধ ধানের উপযুক্ত ক্রেতা পাইয়ে দিতে আগ্রহী হয়।

দ্বিতীয় গবেষণা : পুঁজি গঠন

এই স্টাডিতে ১৪৪ জন নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তাদের তিনটি দলে বিভক্ত ছিল ; একটি দল যারা ধান সিদ্ধ করার পদ্ধতির ওপর ভিডিও দেখেছে, দ্বিতীয় দল একই গ্রামের কিন্তু তারা ভিডিও দেখেনি এবং শেষ দলটি 'কন্ট্রোল গ্রাম' [control villages]-এর। এদের মাঝে যারা ভিডিও দেখেছে তারা জানিয়েছে, ভিডিও দেখার কারণে তাদের মূলধনের [সামাজিক, আর্থিক, মানবিক এবং শারীরিক] উন্নতি হয়েছে। তাদের প্রতিবেশী যারা ভিডিও দেখেনি তাদেরও কিছু পরিমাণে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তা প্রথম দলের তুলনায় অর্ধেক। দ্বিতীয় দলটি তাদের প্রতিবেশী প্রথম দলের কাছ থেকে ধান সিদ্ধ করার উন্নত পদ্ধতি শিখেছে এবং তাদের দলে যোগদান করেছে। অন্যদিকে 'কন্ট্রোল গ্রাম' এর নারীদের কোনো ধরনের উন্নতি দেখা যায়নি।

যে-নারীরা ভিডিও দেখেছে তারা দল গঠন করে আগের চেয়ে ভালো কাজ করতে শুরু করেছে এবং স্থানীয় মহাজনদের সাথে আরও মজবুত সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যারা এই নারীদের কাছে বাকিতে ধান চাল বিক্রি করতে সম্মত হয়। আঞ্চলিক এনজিওগুলোর সহায়তায় নারীদের এই দল অন্যদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ধান সিদ্ধ করতে, সিদ্ধ ধানের প্যাকেট করতে এবং পণ্যের গায়ে লেবেলিং করতে শুরু করে। উন্নত মানের সিদ্ধ ধান বা চাল বেশি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে এবং এর আরও চাহিদা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বেনিনের নারীরা আরও বেশি উপার্জন করতে এবং মোবাইল ফোন কিনতে সক্ষম হয়।

যোগাযোগ: পল ভ্যান মেলে | paul@agroinsight.com

নিবন্ধটি উদ্ধৃত করতে :

Zossou, Espérance, Paul Van Mele, Simplice D. Vodouhe & Jonas Wanvoeke 2010 Women groups formed in response to public video screenings on rice processing in Benin. *Int. J. of Agricultural Sustainability* 8(4): 270–277.

Zossou, E., P. Van Mele, J. Wanvoeke & P. Lebailly 2012 Participatory impact assessment of rice parboiling videos with women in Benin. *Experimental Agriculture* 48(3): 438–447.

AccessAgriculture

AGROinsight communicating agriculture

সারসংক্ষেপ ও ছবি : জেফ বেন্টলে